বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য

দরিদ্র সহায়ক কৌশল

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংশোধিত সংস্করণ, জুন ২০২০

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য

দরিদ্র সহায়ক কৌশল

প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
ইউনিট ফর পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন (ইউপিআই)
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন ২০০৮
পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংশোধিত সংস্করণ, জুন ২০২০
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ
কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ সহযোগিতায়
মো. সফিকুল ইসলাম, ওয়াটারএইড
ড. আবদুল্লাহ্ আল-মূয়ীদ, ওয়াটারএইড
রঞ্জন কুমার ঘোষ, ওয়াটারএইড
এস.এম. মনিরুজ্জামান, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহযোগিতায়
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

অলঙ্করণ
ওয়েভ কমিউনিকেশন
বি. এম. আল-ইমরান, ওয়াটারএইড

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) 'বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০০৫' পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার। স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

'বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র'টিতে অতি দরিদ্র পরিবার সনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি পথ-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬ অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

গত কয়েক দশকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। পরিমার্জিত এই কৌশলপত্রটি অতি দরিদ্র পরিবার শনাক্ত ও সংগঠিতকরণ এবং তাদের নূন্যতম মৌলিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে শতভাগ ভর্তুকি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, একটি ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে এই কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার অনুসরণ কৌশলপত্রটি পরিমার্জনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে, যা সুশাসন নিশ্চিতকরণসহ এ বিষয়ে সরকারি অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে এগিয়ে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের পাশাপাশি যুগপৎভাবে এ কাজে নিয়োজিত ওয়ার্কিং কমিটি, টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি, এলসিজি সাব-গ্রুপ সহ বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর প্রফেশনাল, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং সর্বোপরি স্থানীয় সরকার বিভাগের অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশাবাদী যে, আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজ, যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিনিধিসহ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিমার্জিত কৌশলপত্রটি অতি দরিদ্রদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প পূরণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০২০ এর বহুল প্রচারণা এবং তৃণমূল পর্যায়ে সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষ করে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও সঠিক নেতৃত্বের কারণে সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

নিরাপদ পানি সরবরাহ বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ মৌলিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার শূন্যতে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রেও বিশ্বে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে। এসব সত্বেও বাংলাদেশে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন খাতে গুণগতমানসম্পন্ন পরিষেবাসমূহের প্রাপ্যতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলি হলো এলাকা উপযোগী ও ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি, দূর্গম, উপকূলবর্তী ও আর্সেনিক দূষণ প্রবণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব, সময়মত অর্থের সংস্থান।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মূল লক্ষ্য হলো "কাউকে পিছনে ফেলে নয়"। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০০৫' এর পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের এ উদ্যোগটি স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি সময়োচিত ও সঠিক পদক্ষেপ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত 'দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র-২০২০' টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আমাদেরকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষে ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের পথপরিক্রমায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন খাতে অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে এই কৌশলপত্রটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্রটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

এই কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অণুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার অতিরিক্ত সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মীবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা এবং নিরন্তর সহায়তার জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়াটারএইড বাংলাদেশসহ এ কার্যক্রমটি সম্পাদনের নিমিত্ত গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য "দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র-২০২০" সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

হেলালুদ্দীন আহমদ

মোঃ জহিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র'টি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত কৌশলপত্রটি দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে, যা অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের সাফল্য অনেক। তারপরও দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলির জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০০৫' পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসূ ও সময়োচিত পদক্ষেপ।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করছি জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে যার গতিশীল নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেছে। কাজটি যথাযথভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করছি জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর প্রতি, যার উপদেশ এবং দিক নির্দেশনায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের এই অত্যাবশ্যক দলিলটি পরিমার্জন ও হালনাগাদ করে মুদ্রণ ও প্রকাশনা পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

আমি ওয়াটারএইড বালাদেশ এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের সকল ধরনের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ওয়াটারএইড বাংলাদেশ এর সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর ও বর্তমান ওয়াটারএইড দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের রিজিওনাল ডিরেক্টর জনাব মোঃ খাইরুল ইসলামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ কাজে নিয়োজিত পরামর্শক ও ওয়াটারএইড বাংলাদেশ এর সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ যারা তাঁদের নিবেদিত ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষায়িত এই কাজটি সফলভাবে সম্পাদন করতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০০৫ পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিপিএইচই, ওয়াসা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সেক্টর প্রফেশনালসগণকে তাঁদের যথাযথ অবদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একটা বিষয় অপূর্ণই থেকে যাবে, যদি না আমি পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার ইতিপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং বর্তমানে দায়িত্বরত অতিরিক্ত সচিব কাজী আশরাফ উদ্দীন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করি, যাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এ কাজটির সফল সমাপ্তি হয়েছে।

আমি সর্বাত্মক আশাবাদী যে, পরিমার্জিত 'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০২০' এসডিজি ৬ অর্জনে এবং দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য

দরিদ্র সহায়ক কৌশল

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংশোধিত সংস্করণ, জুন ২০২০

ওয়াটারএইড/হাবিবুল হক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	০১
২। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল	০২
৩। অতিদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা	০২
৪। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর	০৪
ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ	০৪
খ) স্যানিটেশন	০৫
৫। অতিদরিদ্র পরিবার সনাক্ত ও সংগঠিতকরণ	০৫
ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ	০৬
খ) স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ	০৭
৬। ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি	০৯
৭। অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	১০
৭.১ ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও কর্মসংস্থান	১০
৭.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি	১০
৮। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১১
৯। উপসংহার	১১
১০। পরিশিষ্ট ক: কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা	১২

ব্যবহারিক শব্দ সংক্ষেপ তালিকা

বিবিএস	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)
এইচআইইএস	হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ)
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
এমওএলজিআরডিএন্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)
এনএইচডি	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (জাতীয় পরিবার তথ্যভাণ্ডার)
পিএমটিএফ	প্রক্সি মিন টেস্ট ফর্মুলা
পিএসবি	পলিসি সাপোর্ট ব্রাঞ্চ (পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা)
এসভিআরএস	স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম
ওয়াশ	ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন

১। ভূমিকা

১.১ তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল প্রণীত হয়েছে। প্রথমতঃ প্রবৃদ্ধির সুবিধা যেহেতু সমভাবে বন্টন হচ্ছে না - সেহেতু 'দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা' করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৮ সনের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি হ্রাস করার পাশাপাশি অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (safety net) গ্রহণ করা দরকার। ২০১৫ সালের পর থেকে সারা বিশ্বেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)কে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ সরকারও এর সাথে তাল মিলিয়ে তার কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। যার ফলে ২০২০ সালে পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটিতে, স্বীকৃত আগের দু'টি বিষয়ের সাথে নতুন করে তৃতীয় আরেকটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এটি হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়, সকলের জন্য সব সময়' টেকসই ও মানসম্পন্ন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

১.২ যেখানে জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.১৪ (আট দশমিক এক চার) ভাগ, সেখানে দারিদ্র হ্রাসের হার মাত্র ১.২ (এক দশমিক দুই) ভাগ, আয় বৃদ্ধির সুবিধা সুষম বন্টন নিশ্চিত করা গেলে তা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। অন্যদিকে অসম্যতার সূচক ২০১০ সালে ০.৪৫৮ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ০.৪৮৩ অর্থাৎ সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান উর্ধ্বগামী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হাউজহোল্ড ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HEIS), ২০১৬ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৩ (চব্বিশ দশমিক তিন) ভাগ দরিদ্র এবং শতকরা ১২.৯ (বার দশমিক নয়) ভাগ অতিদরিদ্র। তবে, এখন তা কমে ২২% এবং ১১% হয়েছে (HEIS, ২০১৯)। দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (safely managed) পানি প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার পেলেও শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ শুধুমাত্র মৌলিক নূন্যতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে। দেশের শতকরা ৯৯.৫ (নিরানব্বই দশমিক পাঁচ) ভাগ জনগণ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। যা দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। দেশে আনুমানিক তিন কোটি পরিবার এক কোটি আশি লক্ষ নলকূপ হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত নলকূপের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি বাষট্টি লক্ষ। ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত নলকূপের সংখ্যা সরকারিভাবে স্থাপিত সংখ্যার তুলনায় প্রায় নয় গুণ বেশী। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় দেশে এক কোটি আটাশি লক্ষ পরিবারের জন্য আনুমানিক আঠার লক্ষ সরকারি নলকূপ রয়েছে। অর্থাৎ নিরাপদ পানির উৎসের উপর দেশে গরীব জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশের এখনও কোন মালিকানা নেই। তাই তাদেরকে নিরাপদ পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়। ২০০৩ সালের স্যানিটেশন বেইজলাইন জরিপ মতে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সেবার পরিধি (coverage) ছিল শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ। বর্তমানে তা আনুমানিক শতভাগে দাড়িয়েছে। তবে তার মধ্যে ন্যূনতম সুবিধার আওতাভুক্ত ৪৭ ভাগ, সীমিত সুবিধার আওতাভুক্ত ২২ ভাগ এবং অনুন্নত সুবিধার আওতাভুক্ত ৩১ ভাগ পরিবার।

১.৩ উল্লেখ্য যে, এদেশে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ জন এবং নবজাতকের (infant) মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৪ জন (SVRS Report, 2017)। অন্যদিকে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ১.৬৯ জন (SVRS Report, 2018)। দেশে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশী। দরিদ্র সহায়ক সেক্টরে গতানুগতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবর্তে সবচেয়ে পেছনের ব্যক্তিকে সামনে আনার এই পদ্ধতিকে বলা হয় দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা করা। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে সরাসরি মোকাবেলা করতে এই কৌশলপত্রটি সাহায্য করবে।

২। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে দরিদ্র সহায়ক কৌশল

২.১ বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে দরিদ্র সহায়ক কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে ন্যূনতম পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নেই-এমন পরিবার বা বসতিগুলোকে চিহ্নিত করা। তারপর তাদের মধ্যে থেকে অতিদরিদ্রদের শনাক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব তাদের পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন করতে হবে। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অতিদরিদ্রদের মতামত গ্রহণ এবং পানির উৎস ও স্যানিটেশন পরিকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় মৌলিক চাহিদার নূন্যতম সেবা প্রদান করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলকে গোষ্ঠীগত (community) সম্পদ, আর স্যানিটেশনকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন সুবিধাদি যেমন, কমিউনিটি ল্যাট্রিনকে গোষ্ঠীগত সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

২.২ পানি ও স্যানিটেশনের দরিদ্র সহায়ক সেবা কৌশল ৪টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে:

(১) অতিদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান;

(২) মৌলিক ন্যূনতম সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা;

(৩) দরিদ্র পরিবারকে শনাক্ত এবং সংগঠিত করা এবং

(৪) ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ।

তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ধারাবাহিক ও বহুমুখী আলোচনার ফসল হিসেবে ইতোপূর্বে প্রণীত আলোচ্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি এসডিজি ৬ এর আলোকে সংশোধন করা হলো।

৩। অতিদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা

৩.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমতঃ খাদ্য গ্রহণের ন্যূনতম জীবন ধারণ স্তর ও এর মূল্য, দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক আয় ও জরিপের মাধ্যমে যাদের আয় ঐ স্তরের নিচে তাদের সনাক্ত করার পদ্ধতি ব্যবহার করে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। কিন্তু এ সংজ্ঞা ব্যবহার করে যে কোন দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অভীষ্ট দল চিহ্নিত করা কঠিন। এজন্য বিস্তারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে কর্মসূচীভুক্ত সকল পরিবারের আয়ের পরিমাণ নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা জরিপ প্রয়োজন। তবে এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ হলেও সরকার দেশের সকল খানা ও খানার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত, খানার কাঠামোগত অবস্থা, পরিসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত তথ্য ভাণ্ডার (ডাটাবেইজ) গড়ে তোলার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রক্সি মিন টেস্ট ফর্মুলা (পিএমটিএফ) ব্যবহার করে এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি এ তথ্য ভাণ্ডার এর মাধমে প্রতিটি খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্দেশক স্কোর জানা যাবে। এর মাধ্যমে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন এবং এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, অতি দরিদ্রদের লক্ষ্যভুক্তকরণ, দ্বৈততা বন্ধ নিশ্চয়তাসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজতর হবে। যার ফলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারি, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি অংশীজন ও পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদা পূরণ সহজতর হবে। সর্বোপরি, এ তথ্য ভাণ্ডার সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা

প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল কর্মসূচিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারবে। তবে প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ কারণে অতিদরিদ্র পরিবারের তথ্য-উপাত্ত পেতে আরো কিছুটা সময় লাগতে পারে।

৩.২ যতদিন পর্যন্ত না ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) নামের এ তথ্য ভাণ্ডারটি ব্যবহার উপযোগী হচ্ছে, ততদিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩' এর নির্দেশনানুসারে তালিকাভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবারকে অভীষ্ট (target) হিসেবে চিহ্নিতক্রমে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ভর্তুকি সরাসরি প্রদান করা হবে। উল্লেখিত নির্দেশিকায় নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে চারটি শর্ত পূরণকারী পরিবারকে অতিদরিদ্র হিসেবে ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত করার কথা বলা হয়েছে। তবে, ওয়াশ খাতের অংশীজনদের মতামত অনুযায়ী 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩' এর অতিদরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিতকরণ শর্তাবলীর কতিপয় শব্দের ঈষৎ পরিমার্জন ও পরিবর্তনসহ নিম্নোক্ত ১ নং শর্ত এবং অবশিষ্ট যে কোন তিনটি শর্তাবলী পূরণ হলে পরিবারটি অতিদরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হবে:

(১) যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই কিংবা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;

(২) যে পরিবার দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল;

(৩) যে পরিবার নারী শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীল বা যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণ বয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অসচ্ছল;

(৪) যে পরিবার ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;

(৫) যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;

(৬) যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই (উপার্জনশীল সম্পদ হলো সেই সম্পদ যা নতুন আয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে);

(৭) যে পরিবারের প্রধান নারী বিধবা বা বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা এবং পরিবারটি অসচ্ছল;

(৮) যে পরিবারের প্রধান অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;

(৯) যে পরিবারের প্রধান প্রতিবন্ধী ও অসচ্ছল;

(১০) যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;

(১১) যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য, অর্থ এবং বাসস্থান সংকটে পড়েছে;

(১২) যে পরিবার বছরের অধিকাংশ সময় দু'বেলা খাবার পায় না।

উপরিল্লিখিত শর্তাবলীর আওতায় যদি পার্বত্য, উপকূলীয় লবণাক্ত, চর, হাওড়, বরেন্দ্র এবং খরা, আর্সেনিক দূষণ, নদী ভাঙ্গন ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা ও জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জলবায়ু উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল ও ভাসমান জনগোষ্ঠী যেমন: বেদে, হিজড়া ইত্যাদি এবং শহর/নগরের অতিদরিদ্র বস্তিবাসী, ঝুপড়িবাসী, পথবাসী, নিম্ন আয়ের জনগণ থাকে, তাহলে অতিদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে[১]।

[১] National Strategy for Water Supply and Sanitation: Hard to Reach Areas of Bangladesh, December 2012 এ উল্লিখিত এলাকা।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র পরিবার বাছাই করতে আলাদা কোন পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না। কেননা, প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এভাবেই অতিদরিদ্র পরিবার বাছাই করে মানবিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানই এ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যেহেতু, দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলার প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে অতিদরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান করা, সেহেতু এ বিষয়ে এমন একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজেই বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র পরিবার বাছাই করে ভর্তুকি কর্মসূচীর মূল অভীষ্ট দল (target group) চিহ্নিতক্রমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার সুফল যাতে এই অভীষ্ট দল পায়-তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে, কোন এলাকায় 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩' অনুযায়ী অতিদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়ে না থাকলে নতুন করে এ নির্দেশিকা অনুসরণে অতিদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র পরিবারের প্রণীত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদের ব্যবস্থাসহ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে এ বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর

এ কৌশলপত্রের ৩.১ উপঅনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী চিহ্নিত অতিদরিদ্র পরিবারে জাতীয় পানি বিধি, ২০১৮ এবং এসডিজি'র নির্দেশনা অনুসারে নিম্নলিখিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি না থাকলে তারা মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে আছে বলে বিবেচিত হবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ন্যূনতম সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ

নিরাপদ পানির মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তর বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পানিকে গণ্য করা হবে:

১) খাবার, রান্না-বান্না এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পরিচর্যার জন্য মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তর হচ্ছে প্রতিদিন মাথাপিছু ৫০ লিটার[২];

২) নিরাপদ পানির উৎস হবে বাড়ির উঠান থেকে ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে সংগ্রহযোগ্য[৩];

৩) নিরাপদ পানি অবশ্যই জাতীয়ভাবে নির্ধারিত পানির গুণগত মান পূরণ করবে[৪]।

[২] বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮
[৩] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের আলোকে নির্ধারিত
[৪] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের আলোকে নির্ধারিত

খ) স্যানিটেশন

নিরাপদ স্যানিটেশন সেবার মৌলিক স্তর বলতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পায়খানাকে বুঝাবে:

১) মলকে আবদ্ধ রাখা;

২) ল্যাট্রিনের মুখ বন্ধ রাখার কার্যকর ব্যবস্থা রাখা যাতে করে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের প্রবেশ বন্ধ হয়। যার ফলে মল হতে রোগ জীবাণু বিস্তারের চক্রটি বন্ধ হবে;

৩) স্থান ও প্রযুক্তিভেদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ল্যাট্রিন দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য যথাস্থানে ভেন্ট পাইপ বসিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বের হওয়ার ব্যবস্থা করে ল্যাট্রিনকে স্বাস্থ্যসম্মত করা। যা ব্যবহারকারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

৪) নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসমৃদ্ধ স্যানিটেশনের জন্য প্রত্যেক পরিবারে ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন সুবিধা থাকা জরুরী, যা অন্য পরিবারের সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা হবে না এবং ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য স্বস্থানে এবং/অথবা অন্যত্র নিরাপদে পরিবহন করে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে।

৫) তবে, স্থানের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে “স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা” স্থাপন সম্ভব না হলে সে অবস্থায়, অনধিক দু’টি পরিবার/দশ জনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে, কমিউনিটি ল্যাট্রিন বা পাবলিক টয়লেট এর ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাসহ যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীবান্ধব ও নারীদের জন্য ঋতুকালীন বা মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬) ল্যাট্রিন বলতে নিরাপদ ও টেকসই উপরিকাঠামোসহ ল্যাট্রিন অবকাঠামো বুঝানো হবে এবং তা সকলের জন্য সবসময় ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। বিশেষতঃ নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী মহিলাদের উপযোগী নিরাপদ উপরিকাঠামোসহ ল্যাট্রিন অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। অতিদরিদ্র পরিবার সনাক্ত ও সংগঠিতকরণ

৫.১ জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পলিসি, ১৯৯৮ অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। সে অনুসারে দরিদ্র সহায়ক কৌশলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনকে অতিদরিদ্র পরিবার সনাক্ত বা সংগঠিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া এ কৌশলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

৫.১.১ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (ওয়াশ) বিষয়ক স্থায়ী কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩’ এর নির্দেশনানুসারে অতিদরিদ্র পরিবারের তালিকা সংগ্রহ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পরিবারের মধ্যে যারা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ন্যূনতম মৌলিক সেবার নিচে আছে, তাদের ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা ওয়ার্ড সভায় আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য উপস্থাপন করবেন। এ সভায় ওয়ার্ড পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী বা সুশীল সমাজের সদস্যদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

সেবা সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদানের জন্য যোগ্য অতিদরিদ্রদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য তা অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট দাখিল করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ অবশ্যই এই তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে এ সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশোধনের জন্য দরখাস্ত/মতামত পেশ করার আহ্বান জানাবে। উপজেলা পরিষদ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিবীক্ষণ করবে। তালিকায় কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে উপজেলা পরিষদ তা ত্রুটিমুক্ত করার বিষয়ে হস্তক্ষেপসহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদানের জন্য 'যোগ্য অতিদরিদ্র পরিবারের তালিকা' সংশোধন ও চূড়ান্ত করবে।

৫.১.২ একই পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে, এ ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব আইন/বিধি-বিধান অনুসরণ করতে পারবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহ স্থানীয় জনগণ, উন্নয়ন কর্মী এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ওয়ার্ডভিত্তিক অতিদরিদ্র পরিবারের তালিকা প্রস্তুত ও তা যাচাই-বাছাইক্রমে অনুমোদনের জন্য সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সভায় উপস্থাপন করবে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা অবশ্যই নোটিশ বোর্ডে অতিদরিদ্রদের তালিকা প্রকাশ করে তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তা সংশোধনের জন্য দরখাস্ত/মতামত পেশ করার জন্য আহ্বান জানাবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা নিজ দায়িত্বে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিবীক্ষণ করবে।

৫.১.৩ গ্রাম/মহল্লার পাড়ায় কাছাকাছি বসবাসরত অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর বসতি চিহ্নিত করা হবে। কাছাকাছি অবস্থিত বসতিগুলির সমাহারকে গুচ্ছ নামে অভিহিত হবে। চিহ্নিত এ বসতির মধ্য হতে সন্নিহিত এলাকায় বসবাসরত অনধিক ১০টি বসতি নিয়ে একেকটি গুচ্ছ গঠন করা হবে। বসতির বিভিন্ন স্তরকে নিম্নবর্ণিতভাবে দেখানো যেতে পারে:

৫.১.৪ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর ওয়ার্ড সভা গুচ্ছ বসতিগুলি চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের মধ্যে বসতিগুলো পড়ে কিনা তা নিরূপণ করবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে এ নিরূপণের বিষয়টি পৃথকভাবে করা হবে এবং নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করা হবে:

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ

যে সকল পরিবার মৌলিক পানি সরবারহ সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন-এর ওয়ার্ড সভা সে সকল পরিবার শনাক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসৃত হবে:

১) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত পানির উৎস (যেমন, নলকূপ, ইত্যাদি) আছে, তাদের শনাক্তকরণ;

২) ব্যক্তিগত পানির উৎসবিহীন পরিবার শনাক্তকরণ। এক্ষেত্রে যে সকল পরিবার অন্যের পানির উৎস অথবা কমিউনিটি পানির উৎস ব্যবহার করে তাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে;

৩) গুচ্ছ বসতিগুলোতে যে সকল কমিউনিটিতে পানির উৎস আছে তা শনাক্তকরণ;

৪) গুচ্ছ বসতির যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত পানির উৎস নেই সে সকল পরিবারকে কমিউনিটি পানির উৎসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে;

৫) এই অংক যদি ১০ এর উপরে হয় তবে এই গুচ্ছ বসতিসমূহ 'মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতি' হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি এই অংক ১০ এর নিচে হয় তবে এই গুচ্ছ বসতি 'মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতি' হিসেবে গণ্য করা হবে।

৬) এর ফলে দু'ধরণের গুচ্ছ বসতি পাওয়া যাবে: (ক) মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতি এবং (খ) মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতি। এই গুচ্ছ বসতি শনাক্তকরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: (১) সার্বিক পানির সরবরাহ সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা, (২) দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র পরিবারকে পানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং (৩) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারদের ভর্তুকি দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানরত গুচ্ছ বসতি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, বা অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা (যেমন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা ইত্যাদি) কর্তৃক কমিউনিটি পানির উৎস প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৭) কোন গুচ্ছ বসতিতে যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত পানির উৎস আছে তাদেরকে 'অ-ব্যবহারকারী দল (non-user group)' এবং যাদের ব্যক্তিগত পানির উৎস নেই তাদেরকে "ব্যবহারকারী দল (user group)" হিসেবে গণ্য করা হবে। ব্যবহারকারী দলের মধ্যে যে সকল অতিদরিদ্র পরিবার আছে তারা "অভীষ্ট দল (target group)" হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

৮) দরিদ্র সহায়ক কৌশল হলো মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তর এর নিচের গুচ্ছ বসতির মধ্যে শুধুমাত্র অভীষ্ট দলকেই ভর্তুকি প্রদান করা। মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম স্তরের উপরের গুচ্ছ বসতির মধ্যে কোন দরিদ্র/অতিদরিদ্র পরিবার থাকলে তারা ভর্তুকির আওতায় আসবে না।

৯) প্রতিটি গুচ্ছ বসতির ক্ষেত্রে একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত বা মনোনীত করা হবে যিনি কমিউনিটির দরিদ্রতম অংশের মতামতকে তুলে ধরবেন। এই মতামতের মধ্যে থাকবে পানির উৎস নির্বাচন, বিনিয়োগে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়াদি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা পালন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও বাস্তবায়ন। এ ব্যক্তিটিই হবেন "গুচ্ছ বসতির প্রতিনিধি"। তাই প্রতিটি পাড়ায় এই ধরনের ৪/৫ জন 'গুচ্ছ প্রতিনিধি' থাকবেন। এই গুচ্ছ বসতির প্রতিনিধিগণ তাদের মধ্যে থেকে একজন নেতা নির্বাচন করবেন যিনি হবেন পাড়া পর্যায়ের "পাড়া প্রতিনিধি"। এভাবে একটি গ্রাম/মহল্লায় ২/৩ জন 'পাড়া প্রতিনিধি' থাকবেন। গ্রাম/মহল্লা পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সভা নারী-পুরুষ ভারসাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত করবে যাতে করে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব থাকে।

১০) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ওয়াশ সংক্রান্ত স্থায়ী বা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় কোন গ্রাম/মহল্লা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম/মহল্লা প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে। ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ওয়াশ সংক্রান্ত স্থায়ী বা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় তারা নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হবেন।

খ) স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবার/গুচ্ছ বসতি চিহ্নিতকরণ

যে সকল পরিবার মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন-এর ওয়ার্ড সভা সে সকল পরিবার শনাক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এবং এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসৃত হবে:

১) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে-তাদের শনাক্ত করা। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরে নেই- এমন পরিবারের তালিকা হতে তাদেরকে বাদ দিতে হবে।

২) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এবং তারা হয় অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে অথবা উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করে-এমন পরিবারকে শনাক্ত করা। এ সকল পরিবারকে মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) যে সকল পরিবারের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই, অথচ অন্যের পায়খানা ব্যবহার করে- তাদেরকে শনাক্ত করা। যদি দুই এর অধিক পরিবার অথবা ১০ জনের অধিক ব্যক্তি একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে-সেক্ষেত্রে ঐ সকল পরিবারের মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার বলে বিবেচিত হবে।

৪) যে সকল পরিবারের নিজেদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই, কিন্তু কমিউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে তাদেরকে শনাক্ত করা। যদি কমিউনিটি ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে (একের অধিক ল্যাট্রিনের সমন্বয় গঠিত ল্যাট্রিনের) প্রতিটি ল্যাট্রিনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা গড়ে ১০ জনের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে তারা মৌলিক স্যানিটেশন চাহিদার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী পরিবার বলে বিবেচিত হবে।

৫) কোন গ্রামে/মহল্লায় যে সকল পরিবার স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থান করছে, তাদেরকে 'যোগ্য দল'ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই 'যোগ্য দল'-এর মধ্যে অতিদরিদ্র পরিবারগুলো 'অভীষ্ট দল (target group)' হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

৬) একমাত্র 'অভীষ্ট দল'কেই (target group) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়া হবে।

৭) নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপনাকৃত স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) জন্য অতিদরিদ্র পরিবারসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন থেকে ভর্তুকি সুবিধা পাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.২ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (Policy Support Branch, PSB) এ কৌশলটি ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাধ্যমে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কৌশলটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নথিভুক্ত করে পরবর্তীতে তা স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে "দরিদ্রদের মতামত" দেয়ার পদ্ধতি হিসেবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হবে।

৬। ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি

৬.১ জাতীয় খরচাপাতি ভাগাভাগি কৌশল, ২০১২ (National Cost Sharing Strategy for Water Supply Sanitation in Bangladesh, 2012) অনুযায়ী উপকারভোগী পরিবার দরিদ্র, অতিদরিদ্র কিংবা দরিদ্র নয় অর্থাৎ যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রকল্পের সুবিধাভোগী অংশ হিসেবে মূল বিনিয়োগের (capital cost) দশ শতাংশ তাকে প্রদান করতে হয়। তবে দরিদ্র সহায়ক কৌশল অনুযায়ী 'অভীষ্ট দল (target group)' অর্থাৎ মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচের গুচ্ছ বসতিতে বসবাসরত অতিদরিদ্রদের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক ব্যয়ভার প্রযোজ্য হবে না। কেননা এসডিজি অনুযায়ী নিরাপদ ব্যবস্থাপনাকৃত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার সক্ষমতা হতদরিদ্র পরিবারগুলোর নেই। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীরা যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহ অতিদরিদ্রদের পক্ষে শতভাগ ভর্তুকি পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে অতিদরিদ্র পরিবারকে কোনরূপ সহায়ক ব্যয়ভার প্রদান করতে হবে না।

৬.২ ভৌগলিক অবস্থান ও প্রযুক্তিভেদে কমিউনিটিতে অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। তবে এসকল কাজে কি ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে এবং তার নির্মাণ ব্যয় কত হবে, তা স্থানীয় বাস্তবতায় হেরফের হতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই অতিদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে।

৬.৩ কোন অতিদরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য থাকলে, সে পরিবারকে ওয়াশ সুবিধা দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৬.৪ 'ব্যবহারকারী দল' পাড়া/মহল্লা পর্যায়ে, ওয়ার্ড সভা ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং ওয়াশ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াশ সম্পদ নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তা টেকসই করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৬.৫ পাড়া/মহল্লা পর্যায়ে 'ব্যবহারকারী দল' পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতভাগ বহন করবে। সকল ব্যবহারকারিদের বিবেচনায় নিয়ে পরিবার পিছু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের যে পরিমাণ দাড়াবে, তার শতকরা ৫০ ভাগ প্রতিটি অতিদরিদ্র পরিবার বহন করবে। অতিদরিদ্র পরিবারের অবশিষ্ট ৫০ ভাগ অতিদরিদ্র নয় এমন পরিবারের মধ্যে পুণরায় সমহারে বন্টন করে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মিটানো হবে। তাছাড়া অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রমের মাধ্যমে সহায়ক ব্যয়ভার পরিশোধের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৬.৬ প্রযুক্তিভেদে এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার প্রতি ধার্য্যকৃত ব্যয় অনেক সময় অতিদরিদ্র পরিবারের সামর্থের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিদরিদ্র পরিবার কর্তৃক প্রদেয় সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ মাসিক ২৫ টাকা।

৬.৭ পাড়া/মহল্লার প্রতিনিধি ব্যবহারকারীদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভা করবেন এবং এই সভার মাধ্যমে ভর্তুকির রক্ষণাবেক্ষণ সহায়ক ব্যয় আদায় করবেন। পাড়া/মহল্লা নেতা সহায়ক ব্যয় আদায় এবং নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন। ওয়ার্ড সভা এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (monitor) করবে।

৬.৮ এ কৌশলপত্রে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন স্থাপনাসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, এতদ্সম্পর্কিত হালনাগাদকৃত বা নতুনভাবে প্রণীত সরকারি কোন দলিল বা নীতিমালায় যদি কিছু উল্লেখ থাকে, তাহলে তা প্রাধান্য পাবে।

৭। অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ

৭.১ ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও কর্মসংস্থান

৭.১.১ যে সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছায়নি বা পৌঁছালেও তা সবাই পায়নি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংকটের বিষয়টি বিবেচনায় সে সকল এলাকায় স্বল্পসুদে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত। তাদের কর্ম এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে এ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭.১.২ সকল জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী। এ কারণে অতিদরিদ্র জনসাধারণের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকার শতভাগ ভর্তুকি প্রদান করবে। অতিদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সুদ ভর্তুকিসম্বলিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম একটি বিকল্প ব্যবস্থা যা এ খাতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে এনজিও, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অতিদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের নিকট সুদ ভর্তুকিসম্বলিত ঋণ প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে ব্যাপরে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

৭.১.৩ বিভিন্ন সরকারী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ক্ষেত্রেও তা নিয়ম মাফিক অবদান রাখতে পারবে।

৭.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি

ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াশ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড সভার সদস্যদের অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর আওতায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের গুরুত্ব বিবেচনায় দরিদ্র সহায়ক কৌশলের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে পৌরসভা এবং সিটিকর্পোরেশনও তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৮.১ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র পরিবারকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার আওতায় আনার অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সভা মাসিকভিত্তিতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এই সভার লিখিত কার্যবিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করতে হবে, যেখানে সাধারণভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা, ভর্তুকি ব্যবস্থার উল্লেখ ছাড়াও অতিদরিদ্র নির্বাচনসহ সামগ্রিক বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কারা সেবা পেল, কি সেবা পেল, কত পরিমাণ ভর্তুকি পেল এবং আগামীতে কাদের সেবা প্রদান করা হবে, এ বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটের মাধমে এ বিষয়গুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনও নিজেদের নির্ধারিত পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা-তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

৮.২ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল মনিটরিং এর আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে তারা নিজস্ব ওয়েবসাইট ব্যবহার করবে। সেবার গুণগত মান সম্পর্কে সরাসরি ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিউনিটির মতামত নেয়ার উদ্যোগ নেবে, যা এ খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯। উপসংহার

এটা আশা করা যায় যে, হালনাগাদকৃত এই দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র পরিবারকে নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপনাকৃত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনতে সহায়ক হবে। দারিদ্র বিমোচনে এ কৌলপত্র সফল করতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতভাগ ভর্তুকি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, তবে এ ক্ষেত্রে তাদেরকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতভাগ বহন করতে হবে। হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্র অনুসরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট ক: কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২৩ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের এক অফিস আদেশ অনুযায়ী 'বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র' পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য নিম্নলিখিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা নিম্নরূপ:

১.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ	**চেয়ারপার্সন**
২.	ড. এম. আশরাফ আলী, ডিরেক্টর, আইটিএন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা	সদস্য
৩.	জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এবং জনাব এ.কে.এম ইব্রাহিম, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা	সদস্য
৭.	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮.	জনাব রোকেয়া আহমেদ, ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট, বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকা	সদস্য
৯.	জনাব এস.এম এহতেশামুল হক, ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই সেক্টর এ্যাডভাইজার, জাইকা, ঢাকা	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, প্রাক্তন কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ এবং বর্তমান রিজিওনাল ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড দক্ষিণ এশিয়া, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল আলম, ওয়াশ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
১২.	জনাব শামসুল গফুর মাহমুদ, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা	সদস্য
১৩.	জনাব অলক মজুমদার, কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ ওয়াশ এলায়েন্স, ঢাকা	সদস্য
১৪.	জনাব এস.এম.এ. রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, ঢাকা	সদস্য
১৫.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব এবং প্রাক্তন ফোকাল পার্সন, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জনাব কাজী আশরাফ উদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব এবং প্রাক্তন ফোকাল পার্সন, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	**সদস্য সচিব**